বাংলাদেশের প্রতিবেশ ও উন্নয়ন
বিষয়ক কর্মজোট

bwged

তারিখ : ০৪ মে, ২০২৬

বরাবর

আবদুল আউয়াল মিন্টু
মাননীয় মন্ত্রী
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

সদয় অনুলিপিঃ
১. **শেখ ফরিদুল ইসলাম**, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
২. **মো. রায়হান কাওছার**, সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৩. **ড. মো: লুৎফর রহমান**, মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

"কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১" লঙ্ঘনের প্রেক্ষিতে আমিনবাজারে "নর্থ ঢাকা ৪২.৫ মেগাওয়াট বর্জ্যভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র" প্রকল্পটি স্থগিতের জন্য আবেদন

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়,
বাংলাদেশের পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক কর্মজোট (বিডাব্লিউজিইডি)-এর পক্ষ থেকে আপনার প্রতি আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানাই। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই এবং আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে আপনার নেতৃত্ব ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত জাতীয় অগ্রগতি, পরিবেশ সুরক্ষা এবং টেকসই উন্নয়নের পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বিগত এক যুগ ধরে বিডাব্লিউজিইডি দেশের পরিবেশ, জলবায়ু ন্যায়বিচার এবং টেকসই জ্বালানি রূপান্তরের লক্ষ্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করে আসছে। এই প্রেক্ষাপটে, আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, রাজধানী ঢাকার নিকটবর্তী আমিনবাজার এলাকায় প্রস্তাবিত নর্থ ঢাকা ৪২.৫ মেগাওয়াট বর্জ্যভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র- এর পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (ইএসআইএ) প্রতিবেদনে বর্জ্য দহন প্রক্রিয়া সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ একটি অসামঞ্জস্য বিদ্যমান, যা দেশের বিদ্যমান আইন ও পরিবেশগত মানদণ্ডের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়,

বাংলাদেশের "কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১" (*Solid Waste Management Rules-2021*) অনুযায়ী, পৌর কঠিন বর্জ্য দহনভিত্তিক প্রকল্পসমূহে দহন প্রক্রিয়ার তাপমাত্রা ন্যূনতম ১,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বজায় রাখা বাধ্যতামূলক। এই বিধানটি পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, কম তাপমাত্রায় বর্জ্য পোড়ালে অসম্পূর্ণ দহন ঘটে, যার ফলে বিভিন্ন ক্ষতিকর দূষক অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং সেগুলো বায়ুর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি সৃষ্টি করে; বিশেষ করে ক্যান্সার, শ্বাসযন্ত্রের রোগ ও দীর্ঘমেয়াদি হরমোনজনিত সমস্যার কারণ হতে পারে।

কিন্তু উক্ত প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (ইএসআইএ) প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রাইমারি চেম্বারে বর্জ্য দহন প্রক্রিয়া ৮৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থেকে পরিচালনা করা যাবে। এর ফলে

সচিবালয় : ৯(ক) মল্লিকবাড়ি রোড, বয়রা-রায়েরমহল, খুলনা ৯০০০, বাংলাদেশ
ফোন : +৮৮ ০২ ৪৭৭৭ ০১৪৫৮, মোবাইল : +৮৮ ০১৯৭৬ ৭০২ ০০৬ | ওয়েবসাইট : https://bwged.blogspot.com

প্রকল্পটি কার্যত নির্ধারিত ১,০০০ সেলসিয়াস মান পূরণ না করেই পরিচালনার সুযোগ পাচ্ছে, যা স্পষ্টতই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা'র সরাসরি লঙ্ঘন।

আমিনবাজার এলাকা ঘনবসতিপূর্ণ এবং পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল হওয়ায়, এই ধরনের মান লঙ্ঘন করে বর্জ্য দহন পরিচালিত হলে বায়ুদূষণ বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের জন্য মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হবে। বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক এবং শ্বাসযন্ত্রজনিত রোগে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী এর দ্বারা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, নিম্ন তাপমাত্রায় দহন প্রক্রিয়া পরিচালনার ফলে ক্ষতিকর দূষক নির্গমন বেড়ে গিয়ে সামগ্রিক পরিবেশগত ভারসাম্যও বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে, আমরা মনে করি যে, একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রকল্পের ক্ষেত্রে এ ধরনের আইনি ও কারিগরি অসামঞ্জস্য কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এটি কেবল আইনের শাসনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে না, বরং দেশের পরিবেশ সুরক্ষা ব্যবস্থার ওপর জনগণের আস্থাকেও দুর্বল করে।

অতএব, দেশের পরিবেশগত নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার স্বার্থে আমরা আপনার নিকট জোর দাবি জানাচ্ছি যে, উক্ত প্রকল্পটির পরিবেশগত অনুমোদন অবিলম্বে পুনর্বিবেচনা করে প্রয়োজনে তা স্থগিত করা হোক।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়,

আমরা বিশ্বাস করি, আপনার নেতৃত্বে পরিবেশ সুরক্ষার প্রশ্নে কোনো আপস করা হবে না এবং দেশের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে। আমরা আশা করি, আপনি পরিবেশ রক্ষায় আপনার দায়িত্বশীল অবস্থান থেকে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।
আমরা আপনার সদয় বিবেচনা ও কার্যকর উদ্যোগ কামনা করছি। আপনার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল, সাফল্য ও সক্রিয় উদ্যোগ কামনায়-

ড. কাজী মারুফুল ইসলাম
আহ্বায়ক, বাংলাদেশের প্রতিবেশ ও উন্নয়ন
বিষয়ক কর্মজোট (বিডব্লিউজিইডি) ও
অধ্যাপক, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

হাসান মেহেদী
সদস্য সচিব, বাংলাদেশের প্রতিবেশ ও উন্নয়ন
বিষয়ক কর্মজোট (বিডব্লিউজিইডি),
প্রধান নির্বাহী, উপকূলীয় জীবনযাত্রা ও পরিবেশ কর্মজোট (ক্লিন)